ইন্টারন্যাশনাল ইন্‌স্টিটিউট অব এপ্লায়েড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি

(IIAST Code-401)

বেগম রোকেয়া স্মরণী, পূর্ব শালবন, রংপুর। মোবাইলঃ ০১৭৫০২৬৬৭০৬ ; ০৫২১-৫৬৫৯০।

কেন এই প্রতিষ্ঠানটি ইন্টারন্যাশনাল ?

এই প্রতিষ্ঠানে ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়া থেকে ডিগ্রীপ্রাপ্ত বাংলাদেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর/শিক্ষক ও গবেষক দ্বারা পরিচালিত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁদের যোগাযোগ আছে, বিভিন্ন প্রজেক্ট/প্রকল্প আছে। তাঁরা ইচ্ছা করলে যেকোন সময় একজন ছাত্র/ছাত্রীকে ঐসব দেশের যৌথ প্রকল্পের সাথে যুক্ত করে বিদেশে পাঠাতে পারে। তাঁরা ঐসব দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে চুক্তি বা সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে ছাত্র পাঠানো, ক্রেডিট ট্রান্সফার, ইন্টার্নশীপ সহ বিভিন্ন ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করবে। এইজন্য এই প্রতিষ্ঠানটিকে ইন্টারন্যাশনাল/আন্তর্জাতিক বলা হচ্ছে।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হওয়ায় কি লাভ ?

একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে সরকারী অনুমোদন প্রয়োজন। যেহেতু রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় এবং উত্তরবঙ্গের শ্রেষ্ঠ উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তাই এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অনুমোদন নেয়া হয়েছে। অর্থ্যাৎ এটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রংপুর মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত। **এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাশকৃত ছাত্র/ছাত্রীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পাবে। অর্থ্যাৎ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশকৃত ছাত্র/ছাত্রীরা যে সার্টিফিকেট পাবে ঠিক একই সার্টিফিকেট পাবে এই ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব এপ্লায়েড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এর পাশকৃত ছাত্র/ছাত্রীরা। অতএব আপনি ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়েও এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট পাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন।**

বিএসসি ইন ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি (অনার্স)

ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি দেশে বিদেশে অত্যান্ত দামী একটি ডিগ্রী বা সাবজেক্ট। সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির ছাত্র/ছাত্রীদের রয়েছে বেশ চাহিদা। বিএসটিআই, খাদ্য অধিদপ্তর, ফুড ইন্সপেক্টর, ফুড অফিসার এবং বিসিএস এর মাধ্যমে ফুড ক্যাডার (সহকারী খাদ্য নিয়ন্ত্রক অথবা সমমানের পদ) সহ জেনারেল ক্যাডারেও (পুলিশ, কাষ্টমস, মেজিস্ট্রেট) রয়েছে চাকুরীর সুয়োগ। এছাড়াও বিভিন্ন নামীদামী কোম্পানিতে উচ্চ বেতনে চাকুরীর সুযোগ (যেমন প্রাণ, ব্র্যাকসহ বিভিন্ন ডেইরী ও আকিজসহ বিভিন্ন বেভারেজ/পানীয় কোম্পানি)। এছাড়া এই সাবজেক্টটির ছাত্র/ছাত্রীরা পড়াশুনাকালিন বিভিন্ন বেভারেজ/পানীয় ও খাদ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিতে খণ্ডকালিন চাকুরির সুযোগ এবং বিসিএস এর মাধ্যমে সরকারী চাকুরীতে প্রবেশ করতে পারবে। ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজির বিদেশে চাহিদা থাকায় এখান থেকে পাশ করেও সহজে বিদেশে যেতে পারবে। ফুড সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি এমন একটি ডিগ্রী যার সিলেবাসে রয়েছে ইঞ্জিনিরারিং, মেডিকেল ও বায়োলজির বিভিন্ন বিষয় থাকায় এসব বিষয়ে (পুষ্টিবিদ্যা, ফুড মাইক্রোবায়োলজি, ফিজিওলজি, ফুড প্রসেসিং ও ফুড ইঞ্জিনিয়ারিং) এর উপর উন্নত বিশ্বে মাষ্টার্স ও পিএইচডি করার সুযোগ পাবে। দেশে এগ্রো প্রসেসিং ইন্ডাস্ট্রিজের (কৃষিজাত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ইন্ডাস্ট্রি) সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র থাকায় এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে নিজেই লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারবে।

বিএসসি ইন মাইক্রোবায়োলজি (অনার্স)

জীবানুবিদ্যা, জীবানু নিয়ে পড়াশোনা। জীবানুর মাঝে ও জীবানু নিয়ে বসাবাস করি আমরা। এসব জীবানু মাঝে মাঝে ঝামেলায় ফেলে সুন্দর এই প্রকৃতির মানুষ সহ অন্যান্য জীবকে, রোগাক্রান্ত করে ফেলে এমনকি মেরেও ফেলে। তাই এসব জীবানু নিয়ে জানা ও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন করতে দিনরাত নিরলস কাজ করে যাচ্ছে সারা বিশ্বের গবেষকরা। এই বিষয়ে শিক্ষা অর্জন ও গবেষনা করে আপনিও হতে পারেন তাদের দলের একজন। বিষয়টি এতই গুরুত্বপূর্ন যা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। রোগজীবানু যেহেতু মানুষসহ অন্যান্য প্রানীর ক্ষতি করে তাই এই বিষয়ের গুরুত্ব যেমন সর্বাধিক তেমনি চাকরির সুযোগও সর্বাধিক। দেশের ভিতরে পাবলিক হেলথ, আইসিডিডিআরবি সহ বিভিন্ন সেক্টরে মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে রয়েছে চাকৃরির সুযোগ। বিদেশে জেনারেল মাইক্রোবায়োলজি, মেডিকেল মাইক্রোবায়োলজি, ভেটেরিনারি মাইক্রোবায়োলজি, এনভায়রনমেন্টাল মাইক্রোবায়োলজি, ফুড মাইক্রোবায়োলজি, ডায়াগনস্টিক মাইক্রোবায়োলজি, এগ্রিকালচার মাইক্রোবায়োলজি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও এনালিটিক্যাল মাইক্রোবায়োলজি ইত্যাদি সেক্টরে রয়েছে পার্ট টাইম ও ফুল টাইম চাকরির সুযোগ। ইনস্টিটিউট অব পাবলিক হেলথ, বিএসটিআই, IEDCR, BDDC, NTCP, CDC Bangladesh, এটমিক এনার্জি কমিশন, সরকারী ও বেসরকারী হসপিটাল, পশু সম্পদ ও মৎস সম্পদ অধিদপ্তর এর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠান, আধুনিক খাদ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ওয়াসা, মেরিন একাডেমী, বিভিন্ন সংশ্লিষ্ট শিক্ষা ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, WHO সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যারা জনস্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করে এবং আইসিডিডিআরবি সহ বিভিন্ন সেক্টরে মাইক্রোবায়োলজিস্ট হিসেবে রয়েছে চাকৃরির সুযোগ।

বিএসসি ফিশারীজ (অনার্স)

মাছ নিয়ে পড়াশোনা, মাছের উৎপাদন, রোগবালাই নিয়ন্ত্রন, মাছ বাজারজাত করণ ইত্যাদি বিষয়ে জানা। বাংলাদেশ নদীমাত্রিক দেশ, মাছ উৎপাদনের বিশালভান্ডার, মাছের প্রোটিন স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক নয় বলে মাছের চাহিদা বিশ্বব্যাপি। এ বিষয়ের উপর লেখাপড়া করে বাংলাদেশ সরকারী পর্যায়ে বিসিএস এর মাধ্যমে জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ও এর শাখাসমুহ, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ফিশারীজ ও ফিশারীজ সংশ্লিষ্ট একাডেমী ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এছাড়া মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়কে সহায়তাকারী বেশ কয়েকটি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্থ বিভিন্ন সংস্থা/দপ্তর সমূহে ফিশারীজ গ্রাজুয়েটদের কাজ করার সুযোগ রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ফিশ সেন্টারসহ দেশি-বিদেশি এনজিও, সরকারি-বেসরকারি মৎস্য খামারে চাকরির সুযোগ রয়েছে। এছাড়া ফিশারীজ ও সংশিষ্ট বিষয়ের উপর বিদেশে উচ্চতর ডিগ্রী ও গবেষণা করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে । বৈজ্ঞানিক উপায়ে সমন্বিত মাছ চাষ করে দেশে ও বিদেশে সরবরাহের মাধ্যমে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা সম্ভব।

কেন এই প্রতিষ্ঠানটি ব্যাতিক্রমধর্মী ?

বাংলাদেশের প্রায় বেশির ভাগ বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবসায়ীদের দ্বারা পরিচালিত কিন্তু এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি দেশের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা বাংলাদেশের কয়েকটি নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদ্বারা পরিচালিত। এসব শিক্ষকগণ ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার নামীদামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রী ও গবেষণা করে এসেছেন এবং বর্তমানে ঐসব বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে গবেষণা প্রকল্প পরিচালনা করছেন। যেহেতু এসব শিক্ষকদের দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ ও সম্পর্ক থাকায় এই প্রতিষ্ঠানটি দেশ বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে নিজস্ব ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক হিসেবে বিভিন্নভাবে সহযোগীতা করতে পারবেন। যেমনঃ উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে পাঠানো, গবেষণা প্রকল্পে কাজের সুযোগ করে দেয়া, গবেষণার সাথে জড়িত থেকে পাবলিকেশন/পেপার করা যা বৃত্তি নিয়ে বিদেশে উচ্চ শিক্ষার জন্য জরুরী। দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মানসম্পন্ন গবেষণাগারে ট্রেনিং ও ভিজিট এর ব্যবস্থা এবং নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকর্মীদের গবেষণা প্রকল্পে সংশ্লিষ্ট করে বিদেশে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়া, ইত্যাদি।